## অন্তর্লক্ষ্যে
### শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

আমার মেজ মাসীমা 'রাঙাকে' বাবাজী মহাশয় 'রাঙাদি' বলিয়া খুবই ভালবাসিতেন। মাঝে মধ্যে বাবাজী মহাশয় 'রাঙার' বাড়ীও যাইতেন। এরই মধ্যে একদিন বাবাজী মহাশয় দুপুরে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ 'রাঙার' বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি বাবাজী মহাশয়কে লইয়া 'রাঙার' বাড়ী রওয়ানা হইলাম। আমাদের বাড়ী হইতে 'রাঙার' বাড়ী অধিক দূরে নহে। আমরা সেথায় শীঘ্রই পৌঁছিয়া গেলাম। 'রাঙা'তো বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইল। কীভাবে যে ওঁনাকে সেবা করিবে 'রাঙা' তা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, ''রাঙাদি আমায় পায়েস,খাওয়ান।'' রাঙা, ''বসুন বাবাজী, এখুনি পায়েস করিয়া আনিতেছি'' বলিয়া তৎক্ষণাৎ পায়েস বানাইতে চলিয়া গেলেন। এর মধ্যে কথায় কথায় আবার আমি সেই জ্যোতি দর্শনের কথা তুলিলাম। ছেলেবেলা হইতেই আমি যখন জপ করিতাম তখন চোখ বন্ধ করিলে আমার মুদিত চোখের সামনে একটি গাঢ় নীল রঙের জ্যোতির্বিন্দু দর্শন হইত, সে কথাও বাবাজীকে বলিলাম। ইহা শুনিবামাত্র হঠাৎ বাবাজী মহাশয় আমায় পাশের কক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, ''ওঘরে চল। তোমায় দর্শন করিয়ে দিচ্ছি। দেখিতো তুমি কোথায় আছো?'' আমি তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে গিয়া রাঙাকে বলিয়া আসিলাম। তারপর আমি ও বাবাজী মহাশয় পাশের ঘরে গিয়া খাটে বসিলাম। বাবাজী মহাশয় আমায় যোনিমুদ্রা কেমন করিয়া করিতে হয় দেখাইয়া দিলেন। সেই অবস্থায় আমি দেখিলাম যে আমার সম্মুখস্থ জ্যোতির্ময় আকাশ হঠাৎ খুলিয়া গিয়া আরও বৃহৎ অসীম শুভ্র জ্যোতির্ময় আলোকের আকাশ প্রকাশিত হইল। সেই সীমাহীন জমাট বাঁধা শুভ্র জ্যোতির্ময় আকাশের মধ্যে নিঃশব্দে অণু সদৃশ অসংখ্য জ্যোতির্বিন্দু পুঞ্জাকারে অবিরত নির্গত হইয়া আমার সম্মুখে যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। এ দৃশ্য আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত অপূর্ব! তারপর সেই সুবিস্তৃত শুভ্র আকাশে ৫-৭ টা নীল জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি হইল। তারপর ক্রমশঃ অতিদ্রুত আরও অনেক কিছু দর্শন হইয়া কূটস্থের আকাশ আবার পূর্বাপর অন্ধকার হইয়া গেল। দর্শন হইয়া গেলে বাবাজী মহাশয় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কি দেখলে?'' আমি দর্শন বিস্তারিতভাবে বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ''তুমি আর কি সাধনা করবে? সাধক সাধনার অন্তে যা দেখে তুমি তাই দিয়ে শুরু করলে। এই মুদ্রাটি তুমি রাত্রে শুধু একবার করবে। বেশী সাধন করার প্রয়োজন নেই।'' আমি বললাম, ''আমার যদি বারংবার করার ইচ্ছা হয় তখন কি করতে পারি?'' উনি চক্ষু বড় বড় করিয়া অনুশাসনের মত আমায় বলিলেন, ''তুমি শুধু একবার করতে পারো, বার বার নয়। যা বললাম তাই করবে।'' এইদিন তো আমার মহানন্দ, কারণ, জ্যোতি দর্শনের বিষয়ে আমার কৌতুহলের অবসান হইল।

শ্রীশ্রীমায়ের মেজ-মাসীমা রাঙা (শ্রীমতী অনিমা সরকার)

শ্রীশ্রীবাবা (বাবাজী মহাশয়)

২১ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমা

*(শ্রীশ্রীমায়ের আত্মজীবনী 'তবাস্মি' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)*